বিভাব

শম্ভু মিত্র

সূচনা

এই একাঙ্কিকাটিতে চরিত্ররা তাদের বাস্তব জীবনের পরিচিতি নিয়েই উপস্থিত হন। শম্ভু মিত্র– শম্ভু। অমর গাঙ্গুলি অমর। ইনি বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর জন্মলগ্ন থেকে এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর বৌদী–তৃপ্তি মিত্র। বহুরূপীর সমস্ত সভ্য-স্বজন-পরিজন তাঁকে ওই নামেই ডাকতেন।

নাটকটির শুরু দর্শকের সঙ্গে শম্ভু মিত্র-র একটি লম্বা কথোপকথন দিয়ে। পরদা খুললে দেখা যায় মঞ্চ সম্পূর্ণ ফাঁকা। সাদা-সিধে সাদা আলোয় মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র। তিনি সরাসরি দর্শককে বলতে শুরু করেন–

কোনো এক ভদ্রলোক পুরোনো সব নাট্যশাস্ত্র তল্লাশ করে আমাদের এই নাটকের নাম দিয়েছেন ‘বিভাব’ নাটক। সংস্কৃত হিসাবে তিনি ঠিক কী বেঠিক সে বিবেচনা করবেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা, কিন্তু নামের দিক থেকে আমাদের একটা সামান্য আপত্তি আছে। আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত ‘অভাব নাটক’। কারণ দুরন্ত অভাব থেকেই এর জন্ম। আমাদের একটা ভালো স্টেজ নেই। সিনসিনারি, আলো, ঝালর কিছুই আমাদের

নিজেদের নেই। সঙ্গে থাকবার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা। তাও যদি বা জোগাড়যন্তর করে অভিনয় একটা ফাঁদি সঙ্গে সঙ্গে দেখি সরকারের পেয়াদা খাজনার খাতা খুলে স্টেজের দরজায় হাজির। তাঁরা পেশাদারের কাছে খাজনা নেন না। কিন্তু আমাদের কাছে নেন। কারণ, আমরা তো নাটক নিয়ে ব্যবসা করি না, তাই সরকার আমাদের গলা টিপে খাজনা আদায় করে নেন। এবং সেই নেওয়াটা এমন বিচিত্র সাঁড়াশি ভঙ্গিতে যে, আমরা সর্বস্ব দিয়ে থুয়ে আবার 'ব্যোমকালী' বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা একটা প্যাঁচ বের করেছি। যাতে স্টেজের দরকার হবে না—যে-কোনো রকম একটা প্ল্যাটফর্ম হলেই চলবে, সিনসিনারি, দরজা-জানালা, টেবিল-বেঞ্চি কিছুরই দরকার হবে না। এমনকি বাংলা সরকারও না।

বুদ্ধিটা কী করে এল তা বলি। এক পুরোনো বাংলা নাটকে দেখি লেখা আছে 'রাজা রথারোহণম নাটয়তি।' অর্থাৎ, 'রাজা রথে আরোহণ করার ভঙ্গি করলেন'। কিন্তু কী যে সেই ভঙ্গি, তা আজ কেউ বলতে পারে না। নিশ্চয়ই এমন কোনো ভঙ্গি ছিল, যা করলে দর্শক ধরে নিত যে রাজা রথে চড়লেন। রথেরও দরকার হত না, ঘোড়ারও দরকার হত না। —কিন্তু কী সেই ভঙ্গি যা আজকের দর্শক মেনে নেবে?

উড়ে দেশের যাত্রায় দেখেছি রাজা বললেন দূতকে—তমে ঘোড়া নেইকরি চঞ্চল খবর নেই আসিবি।

দূত অমনি ছোটো ছেলের মতো দুই পায়ের ফাঁকে একটা লাঠি গলিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মতো হেট্ হেট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে সেই একই ভঙ্গিতে ফিরে এসে সংবাদ রিপোর্ট করে দিল। দর্শক কিন্তু কেউ হাসল না, সবাই অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মেনে নিল যে দূত ঘোড়ায় চড়েই গেল এবং এল।

আর একবার এক মারাঠি তামাশায় দেখেছিলাম, মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে চাষি তার জমিদারের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করল, শেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলল মন্দিরে, ভগবানের কাছে নালিশ জানাতে। চলল বটে, কিন্তু বেরিয়ে গেল না। তক্তার উপরে বারকয়েক গোল হয়ে ঘুরপাক খেলে, যেন গ্রামটা অতিক্রম করে যাচ্ছে, তারপর অপর একপাশে গিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভগবানকে মনের দুঃখের কথা নিবেদন করতে থাকল। এদিকে যে অভিনেতা জমিদার সেজে এতক্ষণ গর্জন করছিল, সে দর্শকের সামনেই মুখে একটা দাঁড়ি গোঁফ এঁটে পুরুত সেজে অপর পাশে চাষির সামনে গিয়ে আবার ধর্মীয় তর্জন শুরু করে দিল, এবং মাঠ ভর্তি লোক নিঃশব্দে এসব মেনে নিয়ে দেখলে।

দেখে প্রথমে খুব উল্লাস হয়েছিল যে পেয়ে গেছি পন্থা, কিন্তু যতই ভাবতে থাকলাম ততই যেন আবার কেমন চুপসে গেলাম। মনে হল লোকে মানবে না। এ শহরে সব কত কত ইংরিজি জানা লোক, তারা ফি হপ্তায় বিলিতি বায়োস্কোপ দেখে, আর প্যান্টুলুন পরে ইংরিজি বলে। তারা এসব মানবে কেন? তবে হ্যাঁ, মানতে পারে, যদি সাহেবে মানে। যেমন রবিঠাকুরকে মেনেছিল।

এমনি সময় হঠাৎই এক সাহেবের লেখা পড়লাম। রুশদেশীয় এক বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক—নাম আইজেনস্টাইন। একবার কাবুকি থিয়েটার বলে এক জাপানি থিয়েটার মস্কোতে গিয়েছিল। তাদের অভিনয় দেখে আইজেনস্টাইন সাহেব অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা লিখেছেন। তাঁর লেখা পড়ে জানতে পারলাম

যে সে অভিনয়েও ভঙ্গির বহুল ব্যবহার আছে। যেমন ধরুন কোনো এক 'নাইট' অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এক দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন—মনে করুন তিনি এই স্টেজের পিছনদিক থেকে গম্ভীরভাবে এগোতে থাকলেন এবং তার ঠিক পিছনেই দুজন লোক একটা মস্ত দুর্গদ্বার হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। তারা শিফটার। স্টেজ-এর উপর তাদের উপস্থিতিতে কেউ কিছু মনে করেন না। নাইট ২-৩ পা এগোল আর সেই শিফটাররা বড়ো দরজা রেখে দিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো দরজা ধরে দাঁড়াল—এ রকম করে 'নাইট' যখন প্রায় ফুটলাইটের কাছে এসে পড়েছেন তখন দেখা যায় শিফটাররা এই এতটুকু একটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ Perspective রচনা হল আর কী। 'নাইট' কত দূর এসে পড়েছেন তাই বোঝানো হল। তারপর ধরুন দুজন লোকের লড়াইয়ের একটা দৃশ্য আছে—সে লড়াই সত্যিকার তলোয়ার দিয়ে ঝনঝন করে বাস্তব লড়াই নয়। কাল্পনিক খাপ থেকে কাল্পনিক তলোয়ার বের করে ভীষণভাবে কাল্পনিক যুদ্ধ করতে করতে একজন পেটে কাল্পনিক খোঁচা খেয়ে কাল্পনিকভাবে মরে গেল। সে মরারও বাহার কত। অর্থাৎ, আলতা চিপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎস খিঁচুনি দেখিয়ে বাস্তব মরা নয়, সে খুব আর্টিস্টিক মরা, একেবারে ইসথেটিক মরা। ধরুন—একবার হয়তো হাতটা নড়ে উঠল—তারপর একটা ঠ্যাং তিরতির করে কাঁপল—তারপর মুণ্ডুটা দুবার নড়ল, চোখটা দুবার ঘুরল। ব্যাস—তারপর জিভ বের করে এন্তেকাল ফরমালো। এবং সেই সময়ে যখন তার সদ্য বিধবা স্ত্রী ছুটে এসে রৈ-রাই করে কাঁদছে তখন যদি সেই মৃত লোকটা উঠে পুটপুট করে চলেই যায়—তো দর্শকেরা কিছু মনে করে না। কারণ স্ত্রীর দুঃখটাই প্রধান সেখানে। স্বামীটা তো অবান্তর।

এই পড়ে বুকে ভরসা এল—কারণ সাহেবে একে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এবারে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা এর কদর বুঝবেন। আর তো কিছুই না, খালি মেনে নেওয়া। ধরে নিন আপনারা যদি মনে করতেন যে এটা একটা গভীর বন এবং আমি একটা হনুমান, তাহলে আমি হাজার আপত্তি করলেও কি চলত? সকলে মিলে আমার মুখ পুড়িয়ে প্রমাণ করে ছাড়তেন যে আমি তাই।—তাহলে সেই মনে করাটাই আর একটু বেশি করে করুন না, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।

যেমন মনে করুন, আমি কারোর বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ছি আর ডাকছি—

শম্ভু। অমর—অমর আছ নাকি?

অমর স্টেজে আসে।

অমর। কে? (শম্ভুদার মুখোমুখি দাঁড়ায় কিন্তু দোতলা থেকে নীচে তাকানোর ভঙ্গি করে তাকিয়ে বলে) আরে শম্ভুদা—কী ব্যাপার, নীচে দাঁড়িয়ে কেন? চলে আসুন।

শম্ভু। (অমরের সামনেই দাঁড়িয়ে কিন্তু বলেন ওপরের দিকে তাকিয়ে) কী করে যাব? দরজা বন্ধ যে!

অমর। ঠেলুন—খুলে যাবে—সিঁড়ি দেখতে পাবেন—সোজা চলে আসুন।

শম্ভু। তাই নাকি? (দরজা ঠেলার ভঙ্গি করেন—সামনে যেন সিঁড়ি দেখতে পান, সিঁড়িতে ওঠবার ভঙ্গি করতে করতে) আমি তো বুঝতেই পারিনি।

অমর। কীভাবে বুঝবেন—এভাবে তো কোনোদিন আসেননি। (ততক্ষণে শম্ভু মিত্র ওপরে উঠে এসেছেন)—তারপর কী ব্যাপার? হঠাৎ এই সময়ে, মানে এরকম অসময়ে—

শম্ভু। এমনি এলাম—একেবারে এমনি নয়, বলতে পারো হাসাতে এলাম—বা হাসির খোরাক জোগাড় করতে এলাম। সম্পাদক বলেছে হাসির নাটক করতে হবে, তার নাকি দারুণ বক্স অফিস।

অমর। হাসাতে এলেন,—তা বেশ। চলুন বসবার ঘরে গিয়ে বেশ জমিয়ে বসি। আমরা বাঙালিরা শুনি কাঁদুনে জাত—

শম্ভু। হ্যাঁ বল্লভভাই বলে গেছেন—

অমর। সুতরাং হাসতে হলে বেশ কোমর বেঁধে হাসতে হবে। (কথা বলতে বলতেই তাঁরা একই জায়গায় দু'বার বৃত্তাকারে ঘুরে যেন অন্য ঘরে এলেন—এই ভঙ্গি করে অমর গাঙ্গুলি বললেন)—নিন, বসুন এই চেয়ারটাতে—আমি জানলাটা খুলে দিই, যা গরম!

অমর পিছনে গিয়ে কল্পিত জানলা খোলেন—

শম্ভু মিত্র অমর নির্দিষ্ট কল্পিত চেয়ারে বসার ভঙ্গি করে থাকেন।

শম্ভু। বাঃ বেশ বাতাস আসছে তো।

অমর। হ্যাঁ দক্ষিণমুখী জানলা যে। কী, বেশ আরাম করে বসেছেন তো?

অমরও এসে শম্ভু মিত্রের পাশে বসেন।

শম্ভু। কী হে, সিগারেট আছে নাকি?

অমর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই—এখন আপনি যা চাইবেন তা-ই পাবেন আমার কাছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করার ভঙ্গি করেন।
প্যাকেট থেকে যেন একটা বার করে শম্ভু মিত্রকে দেন,
আর একটি নিজে মুখে নেন। অন্য পকেট থেকে দেশলাই
বার করে দু'জনার সিগারেট ধরান—এবং উভয়েই খুব
আরাম করে সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গি করেন।

অমর। কী, চা খাবেন নাকি?

শম্ভু। হ্যাঁ খেতে পারি, যদি অসুবিধা না হয়।

অমর। আরে না। অসুবিধা আবার কী হবে। (বাঁদিকের উইংসের কাছে গিয়ে) বৌদি দুকাপ চা—

শম্ভু। যদি অসুবিধা হয় তা হলে—

নেপথ্য থেকে বৌদি তৃপ্তি বলেন, 'না না কোনো অসুবিধা হবে না।
আমি এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি।'—অমর এসে আবার নিজের চেয়ারে

বসার ভঙ্গি করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৌদি তথা তৃপ্তি মিত্র

দুহাতে করে কল্পিত চায়ের কাপ নিয়ে আসেন।

এঁরা দুজনে বৌদির হাত থেকে চায়ের কাপ নেন।

শম্ভু মিত্র নিজের হাতের কল্পিত সিগারেটের দিকে চেয়ে বলেন—

শম্ভু। এঃ। এতবড়ো সিগারেটটা নষ্ট হবে!

অমর। ঠিক আছে ফেলে দিন না—আবার দেবো—

শম্ভু। ওঃ দাতাকর্ণ যে।

অমর। এই কিছুক্ষণের জন্য।

শম্ভু মিত্র সিগারেট ফেলে দেন।

পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসে চা খেতে থাকেন।

অমরকেও সেই রকমই আরাম পেতে দেখা যায়।

বৌদি দুজনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—

বৌদি। তা কী খবর?

শম্ভু। এই এলাম আর কী।

অমর। শুধু এলেন না—হাসাতে এলেন।

বৌদি। ওঃ—তা—কই?

অমর। হ্যাঁ—কই, হাসান!

শম্ভু। (নিজের কল্পিত বসবার ভঙ্গি নির্দেশ করে) কেন, হাসি পাচ্ছে না?

শম্ভু। হ্যাঁ বল্লভভাই বলে গেছেন—

অমর ও বৌদি। না।

শম্ভু। (কল্পিত চেয়ার থেকে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে) সে কী! এত কষ্ট করছি তবু হাসি পাচ্ছে না!

অমর। আরে এতে হবে না শম্ভুদা—এতে হবে না।

অমরও দাঁড়িয়ে ওঠে—

বৌদি। এতে হবে না।

অমর। হ্যাঁ, এতে কোনো গল্প নেই, কোনও—যাকে বলে হিউম্যান ইন্টারেস্ট নেই, কোনো পপুলার অ্যাপিল নেই—খামোখা হাসি পেলেই হল?

শম্ভু। ওঃ হিউম্যান ইন্টারেস্ট, পপুলার অ্যাপিল কিছুই নেই, না? তা হলে! তা হলে কী করা যায়?

বৌদি। তা হলে—

অমর। তা হলে—

সকলেই গালে হাত দিয়ে চিন্তার ভঙ্গি করেন—একেকজন একেক রকম

বৌদি। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলব?

শম্ভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়—

অমর। বলুন না, বলুন।

বৌদি। আচ্ছা, পপুলার করতে হবে, এই তো? তা পৃথিবীতে সবচেয়ে পপুলার সবচেয়ে ইন্টারেস্ট-এর জিনিস কী?

শম্ভু ও অমর। সবচেয়ে পপুলার?...লারে লাপ্পা—

বৌদি। না, না, তার চেয়েও পপুলার।

অমর। তার চেয়েও পপুলার? কী?

বৌদি। প্রেম। পৃথিবীতে সবচেয়ে পপুলার জিনিস হচ্ছে প্রেম।

শম্ভু। (সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে) নিশ্চয়ই, দেখছ না বার্থ রেট কী হাই!

বৌদি। বেশ, তা হলে সবচেয়ে পপুলার জিনিস যদি প্রেম হয়, তা হলে আমাদের কী করা উচিত?

শম্ভু। কী করা উচিত?

অমর। প্রেমে পড়া উচিত।

বৌদি। আহা, সে তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের—আমাদের একটা লভ সিন করা উচিত।

শম্ভু। লভ সিন!

অমর। লভ সিনটা আবার কী?

বৌদি। আরে লভ সিন বোঝেন না—মানে প্রেমের অভিনয়—

অমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি লভ সিন—লভ সিন। বায়োস্কোপে দেখেছি।

বৌদি। আচ্ছা তা হলে একটা লভ সিন করা যাক। কিন্তু তা হলে তো এই টেবিল-চেয়ারগুলো সরাতে হবে।

শম্ভু ও অমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এক্ষুনি সরিয়ে দিচ্ছি।

দুটো কল্পিত চেয়ার এবং একটা টেবিল ওরা দুজনে নিয়ে যেন রেখে
আসে একদিকে—রেখে হাত ঝেড়ে বৌদির কাছে এসে দাঁড়ায়।

বৌদি। আচ্ছা, লভ সিন করতে হলে প্রথমেই কী দরকার?

শম্ভু। কী? চাঁদ, আকাশ—

অমর। আর দক্ষিণের খোলা বাতাস—

বৌদি। আরে ওসব তো পরে—তারও আগে দরকার একজন নায়ক এবং নায়িকার।

শম্ভু। হ্যাঁ, সে তো বটেই—নইলে একা চাঁদ আর কী করবে?

অমর। হ্যাঁ, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া?

বৌদি। আচ্ছা, তাহলে আমাদের দরকার একজন নায়ক এবং একজন নায়িকা।

শম্ভু। নায়িকার দরকার?

বলেই তাড়াতাড়ি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে
নায়িকা খোঁজবার ভঙ্গি করেন—

বৌদি। (অমরের কাছে গিয়ে) নায়িকা তো আমিই হতে পারি।

শম্ভু। তুমি? তুমিই হবে!

অমর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শম্ভুদা বৌদিই হোন না—অনেকদিন থেকে আমাদের দলে রয়েছেন।

শম্ভু। আচ্ছা, তা হলে তুমিই হও।

বৌদি। আচ্ছা নায়িকা তাহলে আমিই হলুম। এখন নায়ক?

অমর নায়কের কথা শুনেই তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে
পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে একদিকে কায়দা
করে তাকিয়ে একটা পা নাড়তে থাকেন।
বৌদি একবার শম্ভু মিত্রের দিকে—একবার অমর গাঙ্গুলিকে
যেন পরখ করে দেখেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেন।

বৌদি। (শম্ভু মিত্রকে) আচ্ছা নায়ক তুমিই হও।

শম্ভু। আমি!!!

অমর। (বৌদির কথা শুনে সে স্পষ্টত হতাশ। তারপর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্য হাসবার ভঙ্গি করে বলে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, শম্ভুদা আপনিই হোন। আপনিই হোন।

শম্ভু। আমিই হব! আমাকে অবশ্য মানায় ভালো—চেহারাটা তো—

অমর। সে অবশ্য আমাকে কি আর কম মানায়? তা যাকগে—আপনিই হোন।

বৌদি। এখন তাহলে তুমি নায়ক আর আমি নায়িকা। আর এই ঘরটা ধরো রাস্তা।

শম্ভু। রাস্তা, মানে public thoroughfare?

অমর। আরে বব্‌বা, ঘরটা রাস্তা!

বৌদি। হ্যাঁ, এইটা একটা রাস্তা। এখান থেকে নায়িকা কলেজ থেকে ফিরছে—আর নায়ক আসছে। রাস্তায় তাদের দুজনের ধাক্কাধাক্কি হবে।

শম্ভু। রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি হবে?

অমর। আর তাতেই হবে পরিচয়?

বৌদি। হ্যাঁ, হ্যাঁ লভ সিনে তাই হয়। নাও নাও—আমি যাচ্ছি তুমি এসো।

দুজনেই একটু পেছিয়ে গিয়ে start নিতে যান,

শম্ভু মিত্র হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—

শম্ভু। দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি তো নায়ক—তা এ নায়ক কে? মানে সে কোত্থেকে আসছে? অফিস? কলেজ থেকে?—না বলাও যায় না আজকাল, ইস্কুল থেকে?

বৌদি। নায়ক আসছে। এটাই হল বড়ো কথা। নায়ক—নায়ক।

শম্ভু। ও নায়ক,—নায়ক। তার আপিস নেই, কলেজ নেই, কিছু নেই?

অমর। খালি সে ধাক্কা দিয়ে বেড়ায়?

শম্ভু। বাঃ, বেশ তো। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। (দু'হাত জোড় করে প্রণাম করে বলে) জয় নটনাথায়।

চলতে শুর করেন—ওদিক থেকে বৌদিও আসছিলেন—

মাঝপথে দুজনায় ধাক্কা লাগে। বৌদি এক পা পিছিয়ে যান—

বৌদি। কেয়া আপ দেখতে নেহি—চোখ খুলে চলতে জানেন না?

—আপনি—আপনি—

হঠাৎ শম্ভু মিত্রের গালে একটা চড় বসিয়ে দেন—

শম্ভু ও অমর। আরে আরে এ কী হচ্ছে? মারামারি কেন?

বৌদি। (গম্ভীরভাবে) লভ সিন লভ সিন।

শম্ভু। এ বড়ো জখমি লভ সিন! তা আমি কী করব?

বৌদি। আমতা আমতা করো—আমতা আমতা করো।

শম্ভু। ইয়ে দেখিয়ে বাত এইসি হুয়ি—মানে ব্যাপারটা হল—মানে আপনাকে দেখে আমি—মানে—

বৌদি চোখের কোণ দিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিমায় শম্ভু মিত্রের দিকে
তাকিয়ে হঠাৎ বাঁদিকের উইংসের দিকে চলে গিয়ে নেপথ্যে
তাকিয়ে বলেন—প্লে ব্যাক।
নেপথ্য থেকে বেজে উঠল হারমোনিয়াম।
একটি মেয়ের কণ্ঠে শোনা যায় 'মালতী লতা দোলে' গানের লাইনটি।
(কিঞ্চিৎ ন্যাকামির ভঙ্গিতে গাওয়া)
বৌদি গানের কথার সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে থাকেন;
এবং দুহাত দিয়ে ধরে থাকেন একটা কল্পিত গাছের ডাল।
শম্ভু মিত্র ও অমর গাঙ্গুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকায় তাঁদের
বোঝাবার জন্য বলেন: গাছের ডাল, গাছের ডাল।—আবার গান
আরম্ভ করেন। গানটি ফিল্মি কায়দায় গাওয়া হচ্ছিল।
শম্ভু মিত্র বলে ওঠেন—

শম্ভু। যাও যাও—এই কি রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে নাকি? ওই 'দোলে',— 'দোলে', করে?

নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তিনি বলেন—
'আরে সব সময়ে কি aesthetic দিক দেখলেই চলে?
Box office বলেও তো একটা কথা আছে?'

শম্ভু। আর বংশদণ্ড বলেও একটা কথা আছে। সেটা যখন মাথায় পড়বে বুঝবে তখন। আরে! এই কি রবীন্দ্রনাথের গান? বিশ্বভারতীই কি পারমিশন দেবে?

অমর। আর দিলেও সে অনেক টাকা। আর তাছাড়া ওসব বাদ দিয়েও—হাসি পাবে না এর থেকে।

শম্ভু। ঠিক—এতে লোক হাসবে না—আমার তো হাসি পাচ্ছে না।

বৌদি। তা হলে—

অমর। তা হলে—

সবাই আবার গম্ভীরভাবে ভাবতে শুরু করে

হঠাৎ বৌদি বলে ওঠেন—

বৌদি। আচ্ছা আমি আর একটা চেষ্টা করব?

শম্ভু। কী চেষ্টা?

অমর। হ্যাঁ, চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করতে হবে।

বৌদি। ধরো, আমরা যদি আর একটা—আর একটা লভ সিন করি?

শম্ভু। আরে, এর মাথায় খালি লভ সিন ঘোরে রে?

অমর। যুগটা কী দেখুন!

বৌদি। না না এটা আগের মতো নয়—এটা অন্য রকমের লভ সিন; প্রগ্রেসিভ লভ সিন।

শম্ভু। প্রগ্রেসিভ লভ সিন কী রকম? প্রগ্রেস করতে করতে লভ?

অমর। নাকি লভ করতে করতে প্রগ্রেস?

শম্ভু। বাব্‌বা, সমস্ত লভই তো দেখি—বিয়ের দুবছরের মধ্যে গন্‌ফট্।

বৌদি। আহা দ্যাখোই না, তোমরা কিছুই না দেখে মন্তব্য করতে থাকো।

অমর। আচ্ছা, ঠিক আছে—দেখেই মন্তব্য করব, নিন আরম্ভ করুন।

শম্ভু। হ্যাঁ, আরম্ভ করো, দেখাই যাক।

বৌদি। বেশ তাহলে আরম্ভ করছি। নায়ক আছে, নায়িকা তো আছেই। এখন একজন পুলিশ দরকার যে—

অমর। পুলিশ—এই দেখো ফ্যাসাদ—এখানে পুলিশ কোথায় পাব!

বৌদি। কেন আপনিই হোন না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিই হোন।

অমর। (ঘাবড়ে গিয়ে) আমি পুলিশ মানে এই চেহারায়?

শম্ভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ৩২ ইঞ্চি বুক হলেই পুলিশ হওয়া যায়।

অমর। আমার ৩৩ ইঞ্চি।

শম্ভু। ওঃ তা হলে তুমি তো একেবারে সার্জেন্ট হয়ে যাবে।

বৌদি। যাক তা হলে সব হয়ে গেল, এবারে আরম্ভ করা যাক।

(পিছনের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা এখানে তো একটা জানালা আছে?

অমর। হ্যাঁ, দক্ষিণমুখী।

বৌদি। আর তার নীচের দিয়েই তো একটা রাস্তা আছে?

অমর। হ্যাঁ, মণি সম্মাদার লেন।

বৌদি। আচ্ছা ঠিক আছে (অমরকে) আপনি শুনুন—ও যখন দৌড়ে পালাবে—আপনি তখন গিয়ে ওকে ধরবেন।

শম্ভু। কে—অমর? আমাকে ধরবে?

অমর। কেন, পারব না ভাবছেন? হাঃ, কত লোককে ধরে ফেললাম।

শম্ভু। আচ্ছা দেখাই যাক।

অমর পিছনে গিয়ে খৈনি খাবার ভঙ্গি করেন। বৌদি একবার ভেবে নিয়ে ছোটো ছোটো steps-এ দৌড়ে কল্পিত জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকান—হঠাৎ কী যেন দেখে ভয় পেয়ে শম্ভু মিত্রের কাছে দৌড়ে এসে বলেন—

বৌদি। ওগো, এক্ষুনি দেখলাম রাস্তার মোড়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয় তোমাকে ধরতে আসছে—তুমি পালাও—পায়ে পড়ি তুমি পালাও।

শম্ভু। (একটু হেসে হাত দুটো বুকের ওপর রেখে একটা পা নাচাতে নাচাতে বলেন) কেন, আমাকে ধরবে কেন?

বৌদি। বাঃ! তোমাকে ধরবে না? তুমি যে underground political leader—তোমাকে ধরবে না তো কাকে ধরবে?

শম্ভু। (হঠাৎ যেন ভয় পায়) এই! আমি কেন political leader হতে যাব? এ সব যা তা কথা বোলো না।

অমর। (পিছন থেকে দৌড়ে এসে) আরে এসব কী কথা। এখনই কে সত্যি বলে মনে করবে—শেষে হাসতে গিয়ে কাঁদতে হবে।

শম্ভু। হ্যাঁ বহুরূপী তখন লাটে উঠবে। (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) না না মশায়—এসব সত্যি নয়, আপনারা বিশ্বাস করবেন না।

বৌদি। আরে মহা মুশকিল হল তো! তুমি যদি underground political leader না হও তা হলে গল্পের political significance আসে কোত্থেকে? গল্পটা progressive হয় কী করে?

শম্ভু। ও, গল্পটা progressive হবে না—না? তা হলে—তা হলে—

অমর। তা হলে হয়েই ফেলুন শম্ভুদা—

শম্ভু। দাঁড়াও, আমি চিন্তা করে দেখি— (সামনের কপালে চুল নামিয়ে চিন্তার ভঙ্গি করেন।)

বৌদি। না, না, আর চিন্তা নয়! ওগো, তুমি পালাও—চলো ওই সিঁড়ি দিয়ে—(দুজনে ছোটো ছোটো steps-এ দৌড়ে প্রায় footlight-এর কাছে যান—হঠাৎ বৌদি থেমে—) না, না, সিঁড়ি দিয়ে নয়—ওরা বোধহয় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে—তুমি ওই জানলা দিয়ে পালাও—

(আবার সেইভাবে দৌড়ে পিছনের নির্দিষ্ট জানলার কাছে গিয়ে থামেন।)

নাও তুমি এই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাও।

শম্ভু। এই জানালা দিয়ে? (জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ভয় পান) এত উঁচু থেকে লাফাব?

বৌদি। হ্যাঁ, হ্যাঁ লাফাও—তুমি তো নায়ক—তুমি তো সহজে মরবে না—ওগো তুমি পালাও—তুমি বীর—তুমি পালাও!

শম্ভু। 'বীর' হয়ে পালাব—? (এক হাত দিয়ে কল্পিত জানালার গরাদ ধরেন এবং একটা পা সেই জানালার উপর রাখেন, রেখে বলেন) তা আমারও তো কিছু বলার দরকার—আমি কী বলব?

বৌদি। বার্নড্ শ থেকে একটা ডায়ালগ বলো—

শম্ভু। বার্নড্ শ?—আচ্ছা—(জানালা থেকে হাত-পা নামিয়ে একটু সাহেবি কায়দায় বলেন—) The night is calling me—me—me—আমার মনে পড়ছে না। আমি বরং তুলসী লাহিড়ির 'পথিক' নাটক থেকে বলি—(ফিল্মি ঢঙে) 'আমি তো চললাম—আবার দেখা হয় কিনা কে জানে',—

বলে জানলার নীচে তাকিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গি করেন এবং
লাফিয়ে নীচে থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বৌদি। (জানালা ধরে নীচের দিকে তাকিয়ে) আমি তো এখানেই থাকব—যদি মনে হয়—সময় পাও—(সেইরকম ভঙ্গিতেই—)

শম্ভু মিত্র নীচে থেকে হাত নাড়েন—বৌদি কান্নার ভঙ্গিতে মুখে হাত দিয়ে
জানলার কাছ থেকে দৌড়ে চলে আসেন ফ্রন্ট স্টেজ-এ।
যেন কান্নায় ভেঙে পড়েন
অমর এতক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছিল—
হঠাৎ যেন সে দেখতে পেল বাড়ির জানালা দিয়ে কে লাফিয়ে পড়ল।
সেই দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—

অমর। আরে খিড়কি-সে কিঁউ উতার আয়া। চোট্টা হোঙ্গে জরুর—আরে—পাকড়ো!

শম্ভু। এই সেরেছে—এ আবার কী ফ্যাসাদ—

শম্ভু মিত্র এবং অমর গাঙ্গুলি নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়েই
খুব জোরে দৌড়ানোর ভঙ্গি করেন
সেইভাবে দৌড়াতে দৌড়াতেই অমর চিৎকার করতে থাকে—
'পাকড়ো, পাকড়ো'।
কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দুজনা থেমে যান—অমর মুখ

মুছতে মুছতে সামনের দিকে চলে যান—একটু গম্ভীর তার মুখ।

শম্ভু মিত্র ও বৌদি উৎসুক দৃষ্টিতে তার পেছনে পেছনে যান।

শম্ভু ও বৌদি। কী হল?—কেমন হল?

অমর। হল না—কিছুই হল না—

বৌদি। কিছুই হল না মানে—হাসি পেল না?

অমর। না। হাসি পেল না—

বৌদি। (শম্ভু মিত্রকে) কী, তোমারও হাসি পেল না?

শম্ভু। হ্যাঁ, আমার মানে,– একটু একটু হাসি পাচ্ছিল–

অমর। নায়ক হয়ে বসে আছেন–হাসি তো পাবেই–

বৌদি। তা হলে আপনার হাসি পেল না–

অমর। না, এতে আমার হাসি পেল না–

বৌদি। (ক্রমশ রাগতে থাকেন) তা হলে আপনার হাসি পেল না?

অমর। (ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে) না–পেল না–

বৌদি। তা হলে আপনার হাসি জীবনে কোনোদিন পাবে না।

বৌদি রেগে স্টেজ থেকে চলে যান—

শম্ভু। দিলে তো রাগিয়ে—

অমর। সত্যি কথা বলার দোষ—

শম্ভু। কে বলেছে সত্যি কথা বলতে? সংস্কৃত পড়নি—'মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্,—

অমর। সংস্কৃতে তেরো পেয়েছিলাম বলে হেড পণ্ডিত ইস্কুলে আমাকে প্রোমোশন দেননি।

শম্ভু। তা হলে?

অমর। তা হলে—

শম্ভু মিত্র প্রথমে কোমরের পেছনে হাত রেখে এবং তাঁর পেছনে

অমরও সেই একইভাবে নিজের পিছনে হাত রেখে দাঁড়ান। বিশেষ ভঙ্গিতে।

সেইভাবে একবার স্টেজ-এর ডানদিক থেকে বাঁদিকে, একবার

বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘুরতে থাকেন—মুখে ভীষণ চিন্তা—

হঠাৎ শম্ভু মিত্র অমরের পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলেন—

শম্ভু। হয়েছে।

অমর। কী হয়েছে?

শম্ভু। জীবন কোথায়?

অমর। (বুকে হাত দিয়ে হার্টটা অনুভব করতে করতে) কোথায়?

শম্ভু। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে। এই চার দেওয়ালের মধ্যে, এই ঘরের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যাবে না—হাসিও পাবে না—। সুতরাং চলো—বাইরে—হাসির খোরাক, পপুলার জিনিসের খোরাক পাবে।

অমর। চলুন—যাওয়া যাক—

দুজনে সেই জায়গাতেই দুবার বৃত্তাকারে ঘুরে—সিঁড়ির
কাছে আসেন এবং কল্পিত সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আসেন।
দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেন রাস্তা দিয়ে চলতে থাকেন
চারিদিকে দেখতে দেখতে। একটু হেঁটে তারপর এক জায়গায়
দাঁড়িয়ে থেকে আবার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি করেন।

শম্ভু। কই হে কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

অমর। হ্যাঁ, জীবনও শুকিয়ে যাচ্ছে—এ থেকে বোঝা যায়।

হঠাৎ একপাশ থেকে একজন লোক
একটা মোটর আঁকা ছবি ধরে মুখে হর্ন-এর আওয়াজ
করতে করতে ওদের ক্রস করে চলে যায়।
আর একটা লোক বাস-এর ছবি নিয়ে অন্যদিক
থেকে আসে। অমর যেন বাস চাপা পড়ছিল, শম্ভু মিত্র
টেনে নেন ও বাস ড্রাইভারকে বকে ওঠেন।
বাস ড্রাইভার নিজের ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে।
হাত-রিক্‌শার ছবি নিয়ে মুখে 'টুং টুং',
করতে করতে একটি লোক ঢোকে—চলে যায়।
শেষে একটা লোক ট্রামের ছবি নিয়ে ঢোকে—
মুখে ট্রামের ঘন্টির 'ঠ্যাং ঠ্যাং' আওয়াজ। সে সোজা রাস্তা ধরে—
মঞ্চের একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়,
শম্ভু মিত্র বলেন—

শম্ভু। দেখেছ, ইংরেজ কোম্পানি কিনা—ঠিক লাইন ধরে চলেছে।

ওরা তখন হাঁটার ভঙ্গিতে পা নেড়ে চলেছেন—

শম্ভু। নাঃ কোথাও জীবনের খোরাক, হাসির খোরাক নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে শোভাযাত্রীদের ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যায়।
'চাল চাই, কাপড় চাই, চাল চাই, কাপড় চাই,' ইত্যাদি। শম্ভু মিত্র সেই
দিকে তাকিয়ে দূরে মিছিল দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন—

শম্ভু। এই দেখো আবার মিছিল আসছে। এই নিয়ে নাটক লেখো— দেখো, পুলিশেও ছাড়বে না, আর লোকেও দেখবে না।

শোভাযাত্রীদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আরও কাছে।
শম্ভু মিত্র উলটো দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—

শম্ভু। এইরে—পুলিশ আসছে। লাগল ঝঞ্ঝাট। পালাও।

অমর। অ্যাঁ, বলেন কী?

দুজনে হাত ধরাধরি করে ডানদিকে পিছনের উইং দিয়ে পালিয়ে যান

মিছিল ঢোকে অভিনেতার বাঁ হাতের পিছনের উইং দিয়ে—
কয়েকজন মেয়ে এবং কয়েকজন ছেলে।
সামনের কয়েকজন হাতটা উঁচু করে থাকে।
যেন ফেস্টুন বা পতাকা কিছু ধরে আছে। খুব ছোটো ছোটো স্টেপ-এ
এগোয় তারা, আস্তে আস্তে মুখে বলতে থাকে—'চাল চাই',
'কাপড় চাই' ইত্যাদি। এরা কিছুটা ঢুকে গেলে অন্যদিক
থেকে অর্থাৎ অভিনেতার ডান হাতের গেট উইং দিয়ে
একজন সার্জেন্ট এবং দুজন পুলিশ অফিসার ঢোকে।
সার্জেন্ট বা পুলিশের পরিচ্ছদের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই—
কেবল সার্জেন্ট-এর একটি ক্রস বেল্ট থাকে।
পুলিশের হাতে বন্দুক ধরে রাখার ভঙ্গি করে।
সার্জেন্ট মুখে বলতে বলতে আসেন
লেফট, রাইট, লেফট, রাইট—প্রায় ওদের কাছে এগিয়ে বলেন—
হল্‌ট্‌!

পুলিশেরা মার্চ বন্ধ করে—শোভাযাত্রীরা
একই জায়গায়—দাঁড়িয়ে চলার ভঙ্গি করতে
থাকে এবং ওই একই কথা বলে যেতে থাকে—

সার্জেন্ট। তোমরা ফিরে যাও। (কেউ উত্তর করে না—একই ভাবে স্লোগান দিতে থাকে—) তোমরা ফিরে যাবে কিনা?

শোভাযাত্রীদের মধ্যে সামনের মেয়েটি বলে ওঠে মেয়ে—'না'—

সার্জেন্ট। তোমরা ফিরে না গেলে আমি গুলি করতে বাধ্য হব।

শোভাযাত্রীরা পরস্পরের দিকে তাকায়।

উচ্চগ্রামে আবার শুরু করে 'চাল চাই, কাপড় চাই'।

সার্জেন্ট প্রচণ্ড রেগে পুলিশের দিকে—

আর একবার মিছিলের দিকে তাকায়—পরে পুলিশদের বলে—

সার্জেন্ট। —ready, — aim—

পুলিশেরা বসে পড়ে—এবং কল্পিত বন্দুক তাগ করে ধরে—

হঠাৎ মিছিলের সামনের ছেলেটি খুব তীব্র গলায় বলে ওঠে—

যুবক। চাল চাই।

সার্জেন্ট। (আর না বলতে দিয়ে) ফায়ার—

বন্দুকের আওয়াজ হয়—একটি ছেলে ও মেয়ে চিৎকার

করে পড়ে যায়। শোভাযাত্রীরা সকলে বসে পড়ে।

তাদের মধ্যে একটা হাহাকার আর গোঙানি শোনা যায়।

পুলিশেরা মার্চ করতে করতে চলে যায়—

সারা স্টেজ তখন লাল আলোয় ভরে গেছে—অমর দৌড়ে ঢোকে—

আহত মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে দেখতে থাকে।

শম্ভু মিত্র ঢোকেন—অমরের পিঠে টোকা দিয়ে বলেন—

শম্ভু। কী অমর—এবার হাসি পাচ্ছে? (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলেন) এবার নিশ্চয়ই লোকের খুব হাসি পাবে?

আস্তে আস্তে মঞ্চে পরদা নেমে আসে।

সমাপ্ত।